দৈনিক সংবাদ 24

তারিখ ... DEC. 06 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী ভার্সিটির সমাবর্তনে শেখ হাসিনা

সমাজে শিক্ষা ও নৈতিকতা গুরুত্ব পায় না

অর্থের মোহে বন্দি হয়ে গেছে মানুষ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নৈতিকতার অবক্ষয় আমাদের সমাজকে অন্ধকারে নিয়ে গেছে। এ অন্ধকার থেকে আলোতে আসার জন্য সকলকে প্রচেষ্টা নিতে হবে। গতকাল রোববার সকালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজে আজ শিক্ষা এবং নৈতিকতা গুরুত্ব পায় না। এর বদলে মানুষ জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন ও অর্থের মোহে বন্দি হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী স্থানে দুটি জেলারই জায়গার উপর স্থাপিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী এবং '৯১ থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে পিএইচডি ও এম ফিল ডিগ্রি অর্জনকারীদের সনদ বিতরণ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন অনুষদের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বর্ণপদক বিতরণ করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

উল্লেখ্য, '৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময়ে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষাকে চরম অবহেলা করেছে। এরা নিজেদের ক্ষমতা দখলকে বৈধ ও সংহত করার জন্য শিক্ষার বদলে চাকচিক্যময় জীবন ও যেকোনভাবে অর্থ সংগ্রহকে প্রাধান্য দেয়। ফলে সমাজে দেখা **হাসিনা ঃ** পৃঃ ১১ কঃ ১

হাসিনা ঃ সমাবর্তন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয় নৈতিকতার অবক্ষয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা-পরবর্তী দুই দশক শাসকরা সীমাহীন দুর্নীতি, অবাধ লুটপাট আর মানুষের নৈতিকতা ভেঙে দিয়ে দেশকে নিয়ে যায় অন্ধকারের দিকে।

তিনি আরো বলেন, এ অবক্ষয় থেকে সমাজকে টেনে তুলতে না পারলে দেশ তলিয়ে যেতেই থাকবে। দেশকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই খুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের ১২টি জেলায় নতুন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত এবং ২০০৬ সালের আগেই জাতিকে নিরক্ষরতামুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা পিছিয়ে আছি। অথচ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি জাতির এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড তাহলে সেই মেরুদণ্ডের সফল নির্মাতা হচ্ছে শিক্ষক সমাজ। শিক্ষকদের দেয়া শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী মিলেই নির্মিত হবে আগামী দেশ, জাতি, সমাজ ও সভ্যতা। তাই শিক্ষকদের দায় ও দায়িত্ব অপরিসীম। উদারনৈতিক, আধুনিক, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানভিত্তিক, উৎপাদনমুখী ও বাস্তবানুগ সুদূরপ্রসারী শিক্ষার আলোকে ছাত্রসমাজকে আলোকিত করে তুলতে হবে। তাহলেই তারা একটি সুন্দর দেশ, সুস্থ জাতি ও একটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতৃভাষায় শিক্ষাচর্চাকে গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাতৃভাষায় যত সহজে শেখা যায় বিজাতীয় ভাষায় ততটা শেখা যায় না। জীবন-জীবিকা এবং অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভাষার চর্চা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী ইসলামকে শান্তির ধর্ম উল্লেখ করে বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস-মারামারি থাকবে না বলে সবাই আশা করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদ খোলা, লালন সাঁইয়ের নামে একটি আবাসিক হল ও মীর মশাররফ হোসেনের নামে একাডেমিক ভবন নির্মাণের ঘোষণা দেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, জনগণের দেয়া কর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল ব্যয়ভার বহন করা হয়। অভিভাবকগণ প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করেন। সব মিলিয়ে জনগণের বিশাল ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের উচ্চ শিক্ষা খাতের অর্থায়ন হয়। এর প্রতিদান ছাত্র, শিক্ষক, অঞ্চলের পেশাজীবী, রাজনীতিবিদগণ দেবেন বলে জনগণ আশা করে।

সমাবর্তন বক্তৃতায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে আজ উচ্চ শিক্ষিতের চাহিদার চেয়ে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বেশি। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মেটাতে উপযুক্ত শিক্ষক নেই, গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই নেই, যথাযথ গবেষণাগার সরঞ্জাম নেই- এমন সব কলেজেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। ফলে অবধারিতভাবেই শিক্ষাদানের মানও অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভকে নাগরিক অধিকার না বলে ন্যূনতম শিক্ষা লাভকে নাগরিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, উচ্চ শিক্ষা কেবল মেধাবীদের জন্য অবারিত হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, আজ যারা উচ্চ শিক্ষা নিতে আসছে তাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছে না- আসছে অনেকটা লক্ষ্যহীনভাবে। যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটা ধারা তাদের সামনে খোলা থাকত, তাহলে এরা হয়তো সে ধারায় গিয়ে কর্মসংস্থান খুঁজে পেত।

দুটি হল উদ্বোধন ঃ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী